# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
## জনসংযোগ শাখা
## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৮ মে ২০১৮ খ্রি.

**জামালখান ওয়ার্ডে গরীব দুঃস্থদের মাঝে মো. মোরশেদুল আলমের ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র**

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে দেশে গরীবের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ। বর্তমানে দেশে গরীবের হার মাত্র ২২ শতাংশ। আগামী নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হলে দেশে আর কেউ গরীব থাকবে না। তিনি বলেন, এভাবে চলতে থাকলে দেশে দারিদ্র হার শূণ্যের কোটায় নেমে আসবে। সরকারের কর্মসূচির কারণে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। আশা করা যায়, সরকারের ভিশন অনুযায়ী দেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, আমাদের সাধারণ জনসাধারণকে এই কথাটা অনুধাবন করতে হবে। আওয়ামীলীগ সরকার জনগণের সরকার। আওয়ামীলীগই সবসময় জনগণের সাথে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ২৮ মে ২০১৮ খ্রি. সোমবার, সকালে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে জামালখান ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মোরশেদুল আলমের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে এলাকার ১ হাজার গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামালখান ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল হাশেম বাবুল। এতে আরো আলোচনা করেন ২১নং জামালখান ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মোরশেদুল আলম,ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, সহ সভাপতি হাজী মো. শাহাবুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দুল আলম, শ্রমিক নেতা বখতিয়ার উদ্দিন, মৃদুল কান্তি দাশ, জাহাঙ্গীর আলম, এনামুল হক, শেখ সাইফুদ্দিন

খালেদ রানা, সুরজিত দাশ, ইকবাল আহমেদ, সিজার বড়-য়া, বিকাশ দাস, হাবিব খান, নুরুল আনোয়ার রিপন, বিকাশ দাশ, সাইফুল ইসলাম মুন্না সহ অন্যরা।

২৮ মে ২০১৮ খ্রি.

## স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশ ব্যাপী 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ২৮ মে ২০১৮ খ্রি. দুপুরে মেমন মাতৃসদন হাসপাতালে সম্মেলন কক্ষে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' এর 'কমাতে হলে মাতৃমৃত্যু হার-মিডওয়াইফ পাশে থাকা একান্ত দরকার' এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালী উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' এর আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী । আলোচনা সভায় মাননীয় মেয়র প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, এবারের প্রতিপাদ্য 'কমাতে হলে মাতৃমৃত্যু হার-মিডওয়াইফ পাশে থাকা একান্ত দরকার' অত্যন্ত সময় ও উপযোগী। নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাসে মিডওয়াইফগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিডওয়াফাইরী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে ১৯ বছর যাবত গর্ভবতী মা ও নবজাতকদের সেবা অব্যাহত রেখেছে। জনস্বার্থে এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দেড় বছরের মিডওয়াইফ কোর্স এর সময়সীমা সরকারের সময়সীমার সাথে ৩ বছরে উন্নিত করবে। মেয়র বলেন, সরকারের স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মানুষের দোড় গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে মাতৃসদন হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হোমিও চিকিৎসা পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, শিশু মৃত্যু হার এবং মায়ের মৃত্যু হার কমিয়ে এমডিজি লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। টেকসই অর্জনের লক্ষে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জনসচেতনতা, প্রসব কালিন ও প্রসব পরবর্তী মানসম্মত সেবা এবং প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ গড়ার দায়িত্ব পালন করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। তিনি আশা করেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বাংলাদেশ

আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রী রোগ ও প্রসুতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. শাহানারা চৌধুরী, স্ত্রী ও প্রসুতি বিভাগের অধ্যাপক ডা. শামিমা সিদ্দিকা রুজি, সিভিল সার্জন ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, হল্যান্ডের বিকাশ চৌধুরী বড়-য়া, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহানা আকতার, মেমন মাতৃসদন হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. প্রীতি বড়-য়া বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় ডাক্তার,মিডওয়াইফ ও প্রসুতি মা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

২৮ মে ২০১৮ খ্রি.

## শহরের গরীব শিশু এবং তাদের পরিবারের সেবার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এবং চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশনের মধ্যে MOU স্বাক্ষর

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৭,১৮,১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রনালীর সু-ব্যবস্থা, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে ২০২০ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদে কাজ করার লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং ইউনিসেফের মধ্যে ২৮ মে ২০১৮ খ্রি. দুপুরে নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়। এতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এবং ইউনিসেফের পক্ষে ইউনিসেফ বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাডওয়ার্ড ব্যাকবেদান। MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড.মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. সাইফুদ্দিন, প্রধান পরিকল্পনাবিদ এ কে এম রেজাউল করিম,জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, ইউনিসেফের পক্ষে চিফ অব সোস্যাল পলিসি কার্লোস এ কস্তা, চিফ অব ফিল্ড অফিস মাধুরী ব্যানার্জী, প্লানিং এন্ড মনিটরিং অফিসার গাজীউল হাসান, নিউট্রিশন অফিসার উবাসুই চৌধুরী, চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার ফ্লোরা জেসমিন দীপা, এ্যাডুকেশন অফিসার আফরোজা ইয়াসমীন ও ওয়াশ অফিসার সাফিনা নাজনীন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২৮ মে ২০১৮ খ্রি.

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর উদ্যোগে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ২৮ মে ২০১৮ খ্রি. সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার ও স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট(যুগ্ম জেলা জজ) জাহানারা ফেরদৌস এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে পাহাড়তলী থানার কর্ণেলহাট কাঁচাবাজারে মনিটরিং কালে প্রদর্শিত স্থানে মূল্যতালিকা না টাঙানো ও পণ্যে পাটের মোড়ক ব্যবহার না করার অপরাধে জসিম ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, ইসমাইল ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, পণ্য সামগ্রী মূল্যে অসঙ্গতি থাকার অপরাধে কাজল ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, মেসার্স রাজু ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা। এছাড়াও মার্কেটে ক্রেতা সাধারণের চলাচলে রাস্তায় অবৈধভাবে দখল করে দোকানের মালামাল স্তুপ করার অপরাধে প্রিবা পোল্ট্রিকে ৫ হাজার টাকা, আজমীর ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, আমির ক্রোকারিজকে ৫ হাজার টাকা ও ইসমাইল ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানকালে কর্ণেলহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এম জাফর ও সাধারণ সম্পাদক এয়ার মাসুদ বাদশা, সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে সহায়তা করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন